কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

(আপিল বিভাগ)

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি

এবং

মহামান্য বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়

২০২৩-এর এমএটি ৯৮৯

সহ

২০২৩-এর সিএএন ১

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের ট্রাস্টি বোর্ড এবং আরেকজন

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

আপিলকারীদের জন্য	শ্রী কিশোর দত্ত, শ্রী অশোক কে. আর. জেনা।
উত্তরদাতার জন্য নম্বর ৩-১৫:	ডঃ মধুসূদন সাহা রায়, শ্রী মলয় ধর, শ্রী পি. কে. ঘোষ।
১৬ নং উত্তরদাতার জন্যঃ	শ্রী পুষ্পল চক্রবর্তী, শ্রী এম. এ. জেনা।
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৭/০৮/২০২৩
রায়ঃ	**১৩/১০/২০২৩**

<u>বিচারপতি, রাই চট্টোপাধ্যায়-</u>

১. ব্যর্থ রিট আবেদনকারী, ২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১০৬৩৭-এ, উক্ত রিট পিটিশনে ২৭.৩.২০২৩ তারিখের মাননীয় একক বিচারকের রায়কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই আপিল দায়ের করেছেন।

২. এই বিষয়টি আপিলকারীর কাছে বর্তমান বিবাদী নং ৩ থেকে ১৬-এর দীর্ঘস্থায়ী দাবির সাথে সম্পর্কিত। আদালতের নির্দেশ অনুসারে, আদালতের আগে পক্ষগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী দুই দফা আলোচনা শেষ হয়, কেন্দ্রীয় শিল্প ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারের জন্য উত্থাপিত একটি শিল্প বিরোধে, উক্ত বিবাদীদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে। ট্রাইব্যুনাল ১৯.১২.২০১৯ তারিখে একটি রায় প্রদান করেছে, যেখানে বর্তমান আপিলকারীকে উক্ত বিবাদীদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান আপিলকারী/রিট আবেদনকারী উক্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য উপরের মত রিট আবেদনটি করেছেন। তবে মাননীয় একক বিচারকের সামনে উক্ত রিট আবেদনে সফল না হওয়ায়, যিনি অবশেষে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন, আপিলকারী তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করেছেন। এই আপিলের মাধ্যমে আপিলকারী মাননীয় একক বিচারকের রায় এবং ট্রাইব্যুনালের রায় উভয়কেই কার্যত চ্যালেঞ্জ করেছেন।

৩. ৩ থেকে ১৬ নম্বর উত্তরদাতারা কলকাতা বন্দর ট্রাস্ট অফিসারস ক্লাবের ['ক্লাব' এর পরে] কর্মচারী ছিলেন, যাদের ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারপর থেকে তারা উক্ত 'ক্লাব' এবং গেস্টহাউসে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আসছেন। কলকাতা বন্দর ট্রাস্ট, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স [KoPT] হল মেজর পোর্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৬৩ এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৮৭ সালে ক্লাব এবং গেস্টহাউসকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি KoPT-এর জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার অভ্যন্তরীণ এবং আসবাবপত্র সহ নিজস্ব কাঠামো ছিল। 'ক্লাব' এবং গেস্টহাউসের সদস্যপদ KoPT-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে থাকবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার এবং সরকারি খাতের অন্যান্য অনুরূপ পদমর্যাদার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। KoPT-এর সাথে কর্মসংস্থানের সাথে এই সদস্যপদ সংযুক্ত থাকবে না। ক্লাব পরিচালনার জন্য তহবিলের উৎস সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে তৈরি করা হবে এবং

এছাড়াও কেওপিটি থেকে প্রাপ্ত অনুদান। উক্ত 'ক্লাব' এবং অতিথিশালায় উল্লিখিত উত্তরদাতাদের দীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা তাদের আপিলকারী সংস্থা কর্পোরেটের সাথে পরিষেবা নিয়মিতকরণের দাবি উত্থাপন করতে প্ররোচিত করেছে, যার জন্য ট্রাইব্যুনাল পাশাপাশি মাননীয় একক বেঞ্চ যথাক্রমে তাদের রায়ে তাদের নিজ নিজ রায় এর মাধ্যমে সম্মতি দিয়েছে।

৪. আপিলকারীর প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী দত্ত বিদ্বান বরিষ্ঠ কৌঁসুলি প্রথমেই যুক্তি দিয়েছেন যে তিনি যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্পোরেটের প্রতিনিধিত্ব করেন তাকে তার উৎপত্তি সম্পর্কিত আইনের বিধানগুলি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে এবং এর প্রবিধানগুলি, অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের প্রবিধানগুলি দ্বারাও পরিচালিত হবে। তিনি বলেছেন যে ১৯৮৫ সালের আপিলকারীর পরিচালনা বিধিগুলিতে নিয়মিত নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি আদালতকে অবহিত করেন যে পদোন্নতি, কর্মচারীদের স্থানান্তর বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত বিধি অনুসারে নিয়োগ করা হচ্ছে। মিঃ দত্ত বলেছেন যে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যতীত, আপিলকারীর পরিচালনা বিধিগুলি নিয়োগের অন্য কোনও পদ্ধতি প্রদান করে না। তিনি বলেছেন যে আপিলকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্পোরেট হওয়ায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিধিগুলি অনুসরণ করতে বাধ্য এবং উক্ত বিধিগুলিতে যা প্রণীত হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এটি প্রদান করার ক্ষমতা তার নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আইন এবং প্রবিধান অনুসারে, আপিলকারীর সাথে তাদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য উল্লিখিত বিবাদীদের দাবি বহাল রাখা যাবে না এবং একই সাথে এই ধরণের কোনও নিয়মিতকরণ কেবল অবৈধ হবে। মিঃ দত্তের প্রথম বক্তব্য হল যে, এই আপিলের উভয় রায়েই, এই দিকটি বিবেচনা না করার কারণে গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে, যা আসলে বিষয়টির মূলে স্পর্শ করে।

৫. এরপর, বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কাউন্সেল সুপ্রিম কোর্টের বলবন্ত রাই সালুজা এবং আরেকজন বনাম এ. আই. আর ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যদের (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ৪০৭-এ বর্ণিত একটি রায়ের দিকে ফিরে বলেন যে, পক্ষগুলির মধ্যে নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের অস্তিত্বের প্রশ্ন যখন আদালতের বিবেচনার জন্য পড়ে তখন উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য, উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে এখানে বের করা যাকঃ

"৬৫. সুতরাং, এটি উপসংহারে আসা যেতে পারে যে প্রাসঙ্গিক কারণগুলি হবে একটি নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেচনায় নেওয়া হলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(i) যারা শ্রমিকদের নিয়োগ করে;

(ii) যিনি বেতন/পারিশ্রমিক প্রদান করেন;

(iii) যার বরখাস্ত করার ক্ষমতা রয়েছে;

(iv) কে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে;

(v) পরিষেবার ধারাবাহিকতা আছে কি না; এবং

(vi) নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পরিমাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অস্তিত্ব আছে কি না।

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পরিমাণ সম্পর্কে, আমরা ইতিমধ্যে বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলস মামলা, ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ মামলা এবং নালকো মামলার পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করেছি।"

৬. তারপরে তিনি প্রাসঙ্গিক নথিগুলি উল্লেখ করে বলেন যে, সালুজার মামলায় (উপরে) প্রদত্ত উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলির কোনওটিই বর্তমান মামলায় পূরণ করা হয়নি। তাঁর মতে ট্রাইব্যুনাল এবং মাননীয় একক বিচারক উভয়ই এটি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এটিই বিতর্কিত রায়কে আইনের পরিপন্থী করে তুলেছে কারণ এটি এখন নিষ্পত্তি হয়েছে। শ্রী দত্ত বিশদভাবে বলেছেন যে বর্তমান উত্তরদাতাদের বর্তমান আপিলকারীর রোলের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন বা প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত বলে বিবেচনা করা যাবে না, বা আপিলকারী 'ক্লাব' চালানোর জন্য অতিরিক্ত অনুদান প্রেরণের মতো অন্য কোনও কারণ বা আপিলকারীর কোনও কর্মকর্তা তার এক্স অফিসিও ক্ষমতায় 'ক্লাব'-এর ব্যবসা পরিচালনা ও পরিচালনা করার জন্য এবং এর নিছক অনানুষ্ঠানিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। সেই বস্তুটি, ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হতে পারে যার উপর বর্তমান

উত্তরদাতাদের আপিলকারীর কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান করা যেতে পারত। বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কাউন্সেলের মতে, তার মক্কেলের ক্ষেত্রে 'প্রধান নিয়োগকর্তা'-র ধারণাটি কেবল ভুলভাবে আনা হয়েছে, যতদূর পর্যন্ত বর্তমান উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে কোনও মধ্যস্থতাকারী কাজ নেই, অর্থাৎ একজন ঠিকাদার। এটি আইনের একটি ভুল প্রয়োগ, তিনি বলেছেন। এটি আরও বলা হয়েছে যে বর্তমান উত্তরদাতাদের পরিষেবার শর্তগুলির কোনও বিধিবদ্ধ প্রয়োগযোগ্যতা থাকবে না কারণ এটি কোনও আইন থেকে প্রবাহিত হয় না। 'ক্লাব' কেবল একটি অনানুষ্ঠানিক সংস্থা এবং নির্দিষ্ট প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত বিধিবদ্ধ সংস্থার সাথে সমান হতে পারে না। যে অর্থাৎ, আপিলকারীর সংবিধির আওতায় তার কর্মচারীদের প্রতি বাধ্যবাধকতা থাকবে এবং যদি না বর্তমান উত্তরদাতাদের প্রতি তার কোনও বিধিবদ্ধ কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা না থাকে, যা সেখানে নেই, তবে তারা আইনত বর্তমান উত্তরদাতাদের সুবিধা প্রসারিত করতে বাধ্য হতে পারে না, যেমন দাবি করা হয়েছে।

৭. শ্রী দত্তের উল্লেখিত অন্য রায়টি হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম ওয়ার্কম্যান (১৯৯৬) ৩ এসসিসি ২৬৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। সেখানে সুপ্রিম কোর্ট অ-সংবিধিবদ্ধ ক্যান্টিন কর্মীদের নিয়মিতকরণ বা না করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল। ১৯৯০ সালে রিপোর্ট করা এমএমআর খান বনাম ইন্ডিয়া ইউনিয়ন মামলায় আদালতের একটি পূর্ববর্তী রায়, সাপোর্ট এসসিসি ১৯১) এই মামলায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ দত্ত দেখিয়েছেন যে সিদ্ধান্তের অনুপাত ছিল যে ক্যান্টিন পরিচালনাকারী কমিটির বিষয়গুলিতে সীমিত ভূমিকা এবং কার্যকারিতার কারণে, আপিলকারীর দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা বা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমিটির দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আদালত বলেছে যে ক্যান্টিন পরিচালনায় আপিলকারীর একমাত্র ভূমিকা ছিল তিন সদস্যকে কমিটিতে মনোনীত করা। আদালত রায় দিয়েছে যে ক্যান্টিন পরিচালনার বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা, আইনগত বা অন্যথায় না থাকলে, এর কর্মীদের আপিলকারীর সাথে চাকরিতে নিয়মিত করা হবে বলে বিবেচিত হবে না।

৮. (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ২৭৯-এ রিপোর্ট করা এস. সি. চন্দ্র ও অন্যান্যরা বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা হল সুপ্রিম কোর্টের অন্য রায় যা আবেদনকারীরা এখানে নির্ভর করেছিলেন। হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড (এইচসিএল)-এর সহায়ক সংস্থা দ্বারা শুরু হওয়া সরকারি স্বীকৃত স্কুল সম্পর্কিত বিষয়টি। স্কুলটি এইচসিএল-এর ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সূচনা করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। আদালত প্রথমে বলেছিল যে যদিও এইচসিএল-এর পরিচালনা স্কুল এবং এর বেশিরভাগ কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তবে এটি স্কুলের পরিচালনা কমিটিতে ছিল, তবে এর দ্বারা এটি বোঝা যায় না যে স্কুলটি এইচসিএল-এর পরিচালনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের অনুপাত উল্লেখ করে, শ্রী দত্ত আরও যুক্তি দিয়েছেন যে কাজের কোনও সমতা বা পরিচয় নেই যা 'ক্লাবের' কর্মচারী এবং আপিল বোর্ডের কর্মচারী হিসাবে বর্তমান উত্তরদাতারা সম্পাদন করছেন। তিনি বলেছেন যে উক্ত রায়ে আদালত অস্বীকার করেছে যে যারা সমান বা অভিন্ন কাজ করছে না তাদের বেতনে কোনও সমতা থাকা উচিত।

৯. তিনি ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্যরা বনাম অনন্ত কিশোর রাউট ও অন্যান্যরা-এর রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। (২০১৪) ৬ এসসিসি ৭৫৬-এও রিপোর্ট করা হয়েছে। স্কুলটি নালকো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা যত্নও নিয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ। নালকোর আধিকারিকদের বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা কমিটিতে মনোনীত করা হয়। নালকো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, বিদ্যালয়ে কর্মীদের বাসস্থান সরবরাহ করে এবং বিনোদনমূলক 'ক্লাব' সুবিধার মতো অন্যান্য সুবিধাও প্রদান করে। অন্যদিকে পরিচালনা বিভাগ কমিটি কর্মী নিয়োগ করত এবং সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিত

তাদের পরিষেবার শর্ত। আদালত বলেছে যে, উপরে উল্লিখিত এই সমস্ত কারণগুলি নালকোকে বিদ্যালয়ের কর্মীদের নিয়োগকর্তা করতে পারে না। আদালত আরও বলেছে যে নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য, সঠিক পদ্ধতিটি বিবেচনা করা হবে যে স্কুলের উপর নালকোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি রয়েছে কিনা।

১০. মিঃ দত্তের মতে, আপিলকারীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানই আপিলকারীর সাথে কর্মরত বিবাদী নং ৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত নিয়মিতকরণের দাবিকে ন্যায্যতা দেবে। তিনি বলেন, ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপিত রেকর্ডের মাধ্যমে এই মামলায় প্রাপ্ত উপকরণগুলি দেখায় না যে উপরে উল্লিখিত মামলাগুলিতে আলোচিত নিষ্পত্তিকৃত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের পরিমাণ মূল্যায়ন করা উচিত ছিল এমন কোনও পরামিতি বর্তমান মামলায় পূরণ করা হয়নি। তাঁর মতে, বিবাদীদের দৈনন্দিন বিষয়গুলি আপিলকারীর আওতাধীন নয়, না আপিলকারীর বিবাদীদের নিয়ন্ত্রক বা শাস্তিমূলক কর্তৃত্বের আওতাধীন এবং এটি কেবল বিবাদী নং ৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত বিবাদীর বিষয়গুলির ক্ষেত্রে 'দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ' প্রয়োগ করে। ৩ থেকে ১৬. অতএব, আইন তাদের আপিলকারীর কর্মী বাহিনীর অংশ হতে দেয় না, যাদের আপিলকারীর সাথে সম্পূর্ণ চাকরি ১৯৬৩ সালের মেজর পোর্ট ট্রাস্ট আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। পরিশেষে, জনাব দত্ত অনুরোধ করেছেন যে ২৭.৩.২০২৩ তারিখের মাননীয় একক বেঞ্চের বিতর্কিত রায় বাতিল করে আপিল মঞ্জুর করা যেতে পারে।

১১. আপিলকারীর আবেদন এবং আবেদন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিবাদীর পক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে। প্রদত্ত যুক্তিগুলি এই বলে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে যে বিবাদীরা আপিলকারীর দ্বারা প্রণীত উপ-আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।

'ক্লাব' পরিচালনার জন্য জনবল তৈরি করার জন্য আবেদনকারী দ্বারা পদ তৈরি করা হয়েছিল। তদনুসারে আবেদনকারীর যুক্তি যে উত্তরদাতারা তাদের নিয়মিতকরণের দাবি আইনত প্রয়োগ করতে পারবেন না তা কেবল ভিত্তিহীন। আবার, 'ক্লাব' সদস্যদের সদস্যপদ এবং আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত অতিরিক্ত অনুদান দ্বারা পরিচালিত হয়, যা আবেদনকারীর পক্ষে জমা দেওয়া একটি স্থায়ী এবং নিয়মিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে যে অনুদানটি কেবল 'ক্লাব' দ্বারা অনুরোধের ভিত্তিতে বাড়ানো হয়। অর্থাৎ, উত্তরদাতাদের বেতন আবেদনকারী দ্বারা 'ক্লাব' এর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যে, আর্থিক সিদ্ধান্ত সহ নীতিগুলির পরিচালনা, নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন আবেদনকারীকে কেবলমাত্র 'ক্লাব' কে আপিলকারীর প্ররোচনা হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রদান করা হয়, যা সরাসরি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত দিকগুলি যা মূলত সত্যের প্রশ্নগুলি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, তার সামনে উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে এবং এমন একটি সিদ্ধান্তে এসেছে যা ন্যায্য ও যথাযথ। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, মাননীয় একক বেঞ্চ ট্রাইব্যুনালের রায়কে তার সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একটি যুক্তিসঙ্গত রায় দ্বারা বিবেচনা করেছে, উক্ত রায়টি বহাল রেখেছে। সুতরাং, উত্তরদাতাদের মতে, এই আপিল আদালতের পক্ষে মাননীয় একক বিচারপতির উক্ত বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকবে না।

১২. সালুজার মামলা (উপরে)-ও উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন। আপিলকারী যা জমা দিয়েছেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সালুজার রায়ের (উপরে) 65 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মানদণ্ড (এই রায়ের 4 নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) দুই পক্ষের মধ্যে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার পরীক্ষা।

১৩. উত্তরদাতারা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক বনাম আই. পি. বি স্টাফ ক্যান্টিন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং আরেকজন এর মামলাটিও উল্লেখ করেছেন (২০০০) ৪ এস. সি. সি ২৪৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। এই বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "২১. যদি প্রমাণের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলগুলি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং" কোনও প্রমাণের "ভিত্তিতে বিবেচিত হতে পারে না, তবে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কোনও যৌক্তিকতা নেই। ক্যান্টিনের প্রবর্তকরা ব্যাঙ্কের পরিষেবায় স্থায়ী কর্মচারী হওয়ায় ক্যান্টিন চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কেবল ক্যান্টিনের প্রতিদিনের বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে, ব্যাঙ্ক তার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে না যখন এটি সত্যিই ক্যান্টিন পরিচালনাকে তার উপকরণ এবং প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার করছিল। পোশাকটি ছাড়াও, "কণ্ঠস্বর অবশ্যই জ্যাকবসের"। ফলস্বরূপ, আমরা ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে কোনও আইন বা অন্যান্য কলুষিত পরিস্থিতির ত্রুটি খুঁজে পাইনি বা যুক্তি বা গুরুতর অযৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতার প্রক্রিয়ায় কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাইনি, যাতে রায়টি পুনরুদ্ধার করতে আমাদের হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা এবং ওয়ারেন্ট দেওয়া যায়। প্রাঙ্গণ, আসবাবপত্র, বাসনপত্র, বিদ্যুৎ, জ্বালানি খরচ এবং ক্যান্টিন ব্যবহারের জন্য ভর্তুকি এবং তহবিল নিয়োগকর্তার দ্বারা সরবরাহ করা হত। সমবায় ক্যান্টিনের প্রবর্তকরা আসলে ব্যাঙ্কের পরিষেবা প্রদানকারী কর্মচারী ছিলেন। তারা কেবল ক্যান্টিনের নিযুক্ত কর্মীদের ক্যান্টিনের প্রবর্তক হিসাবে। আদালত এই বিষয়গুলির উপর উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ক্যান্টিনের কর্মীদের আবেদনকারী ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। একই সময়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি সম্পর্কিত নীতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

১৪. এই উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে যে মামলাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল চেন্নাই পোর্ট ট্রাস্ট বনাম চেন্নাই পোর্ট ট্রাস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়িজ ক্যান্টিন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, যা এআইআর ২০১৮ এসসি ২২৭২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

পোর্ট ট্রাস্ট ক্যান্টিনের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। আদালত বলে যে ক্যান্টিনের শ্রমিকরা পোর্ট ট্রাস্ট পরিচালনার কর্মী এবং তাই বন্দরের কর্মচারীদের মতো সমস্ত সুবিধা সহ নিয়মিতকরণের অধিকারী।

১৫. এ. আই. আর ২০২০ এস. সি ১৮৭৮-তে কর্ণাটক রাজ্য এবং আরেকজন বনাম এন. গঙ্গরাজের আরেকটি রায় উল্লিখিত উত্তরদাতাদের দ্বারা এই বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে একবার প্রমাণটি সত্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়ে গেলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করে নথিভুক্ত তথ্যের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না যেন এটি একটি আপিল কর্তৃপক্ষ। যদি না সত্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি পেটেন্ট অবৈধতায় ভুগছে, তবে সেগুলি কেবল এই কারণে বাতিল করতে দায়বদ্ধ নয় যে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি একই ধরনের তথ্যের ভিত্তিতেও নেওয়া যেতে পারে।

১৬. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আমরা আমাদের অনুসন্ধানটি উল্লেখ করতে চাই। এই আপিল আদালতের পক্ষে নথিতে থাকা প্রমাণগুলি অতিক্রম করার সুযোগ খুব সীমিত হবে এবং এটি কেবলমাত্র আকস্মিক হবে এবং এই সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে হবে যে এর মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি গুরুতর ত্রুটি বা বিকৃতির শিকার হয়েছে যা রায়ে ত্রুটির দিকে পরিচালিত করে। এন গঙ্গরাজ (উপরে)-র ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির পর্যালোচনা, এটি পদ্ধতি। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ছদ্মবেশে আপিল নয়। অতএব, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদালত হস্তক্ষেপ করবে না যদি না কোনও গুরুতর অবৈধতা এবং বিকৃতি স্পষ্ট হয়, যা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন বা বিধিবদ্ধ

অসম্মতি, কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা বা অপ্রাসঙ্গিক কারণগুলি বিবেচনা করার কারণে যদি কলুষিত হয়। আইনটি এখন উপরের মতো পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, এই আপিল আদালত বিচারের জন্য সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাবে যাতে মহামান্য বিচারক ওয়ারেন্টপ্রাপ্ত একক এর রায়ে কোনও হস্তক্ষেপ হয় কিনা।

১৭. ২০২২ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫৬৭-এ প্রকাশিত মুজাফফর হুসেন বনাম ইউ. পি. রাজ্য আরেকটি রায়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে সর্বোচ্চ আদালত একটি শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত, নিম্নরূপ ধরে রাখতে পেরে খুশি হয়েছেঃ-

"৮. এটা বলা বাজে কথা যে সাংবিধানিক আদালতকে প্রদত্ত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা কোনও আপিল কর্তৃপক্ষের নয় বরং কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ কেবল তখনই অনুমোদিত যখন কার্যধারা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে বা এই জাতীয় কার্যধারা নিয়ন্ত্রণকারী আইনী বিধি লঙ্ঘন করে পরিচালিত হয় অথবা যদি সিদ্ধান্তটি সরাসরি স্বেচ্ছাচারী বা খামখেয়ালী বলে প্রমাণিত হয়। আদালতগুলি আপিল আদালত হিসাবে কাজ করবে এবং দেশীয় তদন্তে পরিচালিত প্রমাণ পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং করা উচিত নয়, অথবা রেকর্ডে থাকা উপাদানের উপর অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব এই ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যদি তদন্তটি সুষ্ঠু এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং ফলাফলগুলি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তাহলে প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা বিভাগীয় তদন্তে লিপিবদ্ধ ফলাফলের উপর হস্তক্ষেপ করার কারণ হবে না।"

সুপ্রিম কোর্ট একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারের অসদাচরণের বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্য দুটি রায় নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করেছেঃ

৯. বোম্বে হাইকোর্ট বনাম শশীকান্ত এস. পাতিল মামলাতে বিচারিক আদালতে এই আদালত রায় দিয়েছেঃ -

"হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার দ্বারস্থ হয়েছে যেন এটি হাইকোর্টের প্রশাসনিক/শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যদি এই ধরনের কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে বা এই ধরনের তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণকারী বিধিবদ্ধ বিধিমালা লঙ্ঘন করে কার্যধারা পরিচালনা করে বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মামলার প্রমাণ ও যোগ্যতার বাইরে বিবেচনা করে কলুষিত হয়, অথবা যদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উপসংহারটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বা কৌতুহলী হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না, বা উপরের অনুরূপ ভিত্তি। কিন্তু আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ (এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের শৃঙ্খলা কমিটি) তথ্যের একমাত্র বিচারক, যদি তদন্তটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থান হল যে যদি কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার উপর ভিত্তি করে ফলাফলগুলি হতে পারে, তবে সেই প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা এমনকি নির্ভরযোগ্যতা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে প্রচারের বিষয় নয়।"

১০. আবার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানের এবং জয়পুর বনাম নেমি চাঁদ নালওয়াতে, এটি ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ দেখা গেছেঃ

"৭. এখন এটা ঠিক হয়ে গেছে যে, আদালত আপিল আদালত হিসাবে কাজ করবে না এবং অভ্যন্তরীণ তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করবে না, অথবা এই ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করবে না যে নথিতে থাকা উপাদানের উপর অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব। যদি তদন্তটি ন্যায্য ও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফলগুলি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হয়, তবে প্রমাণের পর্যাপ্ততা বা প্রমাণের নির্ভরযোগ্য প্রকৃতির প্রশ্ন বিভাগীয় অনুসন্ধানের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করার ভিত্তি হবে না। অতএব, আদালত বিভাগীয় অনুসন্ধানে নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না এই ধরনের ফলাফল কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হয় বা যেখানে সেগুলি স্পষ্টভাবে বিকৃত হয়। বিকৃতি খুঁজে বের করার পরীক্ষাটি হ 'ল কোনও ট্রাইব্যুনাল যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে রেকর্ডের উপাদানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করা। তবে আদালত শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে, যদি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি বা সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা লঙ্ঘন করা হয় বা আদেশটি নির্বিচারে, কৌতুহলী, দুর্বোধ্য বা বহিরাগত বিবেচনার ভিত্তিতে পাওয়া যায়।"

১৮. অতএব, এই আদালত প্রতিষ্ঠিত আইনটি অনুসরণ করার জন্য যথেষ্ট সচেতন যে বিচারিকভাবে পর্যালোচনা করার সময়, সিদ্ধান্তটি নিজে নয় বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ারপ্রক্রিয়াটি উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত এবং আদালতের বিষয়, যদি না স্পষ্ট অবৈধতা বা মোট

সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই বিকৃতি স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান মামলায় ট্রাইব্যুনাল যেহেতু তথ্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ, তাই রেকর্ডের প্রমাণ এবং অন্যান্য উপকরণের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছে। এটি করার মাধ্যমে এটি একটি সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানে পৌঁছেছে। এটি একটি সাধারণ আইন যে কোনও সংস্থার মতে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ভুল হলেও, কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে বা রেকর্ডের প্রমাণকে অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে বা নিষ্পত্তি হওয়া আইনের বিপরীতে স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, যে এটিকে বিকৃতি হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। যদি তা না হয়, তবে ন্যায়বিচার আদালত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে অস্থিতিশীল করেনি।

১৯. ঠিক এই জায়গাতেই আবেদনকারীর মামলাটি রয়েছে। আপিলকারী বলেছেন যে সত্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি ভুল হয়েছে এবং নিষ্পত্তি হওয়া আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। এটি মামলার 'প্রাসঙ্গিক' তথ্যগুলিতে পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রয়োগ না করে নিষ্ক্রিয় মনে কাজ করার বিষয়েও বলেছে, যা দেখায় যে ৩ থেকে ১৬ নং বর্তমান উত্তরদাতারা কীভাবে একটি উদ্বেগের (অর্থাৎ 'ক্লাব') মধ্যে কাজ করছেন, যা আপিলকারীর সাথে 'সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন'। তারা আরও বলে যে, যে 'ক্লাব'-এ উত্তরদাতারা কাজ করছেন, সেই বিষয়ে আপিলকারীর সম্পৃক্ততাকে সেখানে তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ বলা যাবে না, যা 'ক্লাব' ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাবি করার জন্য আপিল বোর্ড উত্তরদাতার অধিকার প্রদান করতে পারত।

২০. যতদূর পর্যন্ত উত্তরদাতারা ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ক্লাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং তারপর থেকে তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছেন, ততদূর পর্যন্ত তাঁরা এই আবেদনে অবিসংবাদিত। এটি আপিলকারীর মামলা নয় যে উত্তরদাতারা এত বছর ধরে কোনও পরিষেবা প্রদান করছেন, যা স্থায়ী নয়। আপিলকারীও বিতর্ক করে না যে 'ক্লাব'-এর একটি সংগঠন হিসাবে কোনও পৃথক সত্তা নেই

কিন্তু উপবিধির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এর কার্যকারিতার জন্য আবেদনকারী নিজেই তৈরি করেছেন।

২১. যদিও এই আদালতের মতামত, উপরের আলোচনার ভিত্তিতে, যে মামলার যোগ্যতার মধ্যে যাওয়ার জন্য খুব কম সুযোগ রয়েছে, কারণ এই ক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তটি বিকৃত বা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থিত হচ্ছে না। আদালত, তবুও, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে নীচের মতো আলোচনা করবে। মূল প্রশ্নটি এই বলে মনে হয় যে 'ক্লাব' একটি সত্তা হিসাবে স্বতন্ত্র এবং পৃথকযোগ্য কিনা, আবেদনকারীর থেকে বা তাদের অবিচ্ছেদ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত , যার মধ্যে বর্তমান উত্তরদাতারাও একটি অংশ।

২২. আপিলকারীর মতে, এগুলি বিভিন্ন সত্তা এবং আপিলকারীরা কেবল তার কর্মচারীদের অধিকার প্রয়োগের জন্য বাধ্য, যাদের মধ্যে বর্তমান উত্তরদাতারা আসবেন না। আপিলকারী তার যুক্তি জোরদার করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারিক ঘোষণার উপর নির্ভর করেছেন যে বর্তমান উত্তরদাতাদের সাথে তার নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক রয়েছে বলে বলা যায় না। যে, যদি না আপিলকারীকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন বা প্রবিধান থেকে উত্তরদাতার অধিকার প্রবাহিত হয়, তবে তারা আপিলকারীর বিরুদ্ধে নিয়মিতকরণ সহ তাদের কোনও অধিকার প্রয়োগের জন্য জোর দিতে পারে না।

২৩. ২০১৩ সালের প্রথম দিকে, সুপ্রিম কোর্ট বলবন্ত রাই সালুজার (উপরে) ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কের প্রশ্নটি মোকাবেলার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করে এই বিষয়টি সমাধান করেছে। তাই সংস্থার মধ্যে সংগঠন তৈরি করা এবং সাধারণ প্রযোজ্য পরিষেবা সুবিধা থেকে তাদের দূরে রাখার জন্য প্রধান নিয়োগকর্তার থেকে তাদের আলাদা করার পর্দা নেওয়া নিয়োগকর্তার সম্পূর্ণ বিশেষাধিকার হবে না। এটি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী হবে।

তাই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট প্রণীত নির্দেশিকাগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলার বিধান রেখেছে যাতে উক্ত পর্দা অপসারণ করা যায়, যদি থাকে। বিচারক সংস্থাগুলি, একটি ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, উক্ত নির্দেশিকাগুলির ভিত্তির সাথে প্রতিটি মামলার মূল্যায়ন করতে বাধ্য।

২৪. সালুজার মামলার (উপরে) নির্দেশিকাগুলি বস্তুগত তথ্যের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে যা বিচার আদালতের সামনে প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। এর জন্য আপিলকারী এই আদালতকে উপস্থাপিত নথি সহ প্রমাণের বিভিন্ন অংশে নিয়ে গেছেন। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর কেবল আবেদনকারীর অধীনে নিয়মিতকরণের জন্য বর্তমান উত্তরদাতাদের দাবিকে অস্বীকার করার জন্য দেওয়া হবে।

২৫. ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের মামলার (উপরে) রায়ে 'রিমোট কন্ট্রোল' বনাম 'ডাইরেক্ট কন্ট্রোল'-এর একটি ধারণা চিহ্নিত করা হয়েছে। একইভাবে সালুজার ক্ষেত্রে (উপরে) 'পর্দা তোলার' ধারণাটিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিচারিক রায়ের মাধ্যমে ধারণা করা হয়েছে যে, কিছু নির্ধারক কারণ রয়েছে, যেগুলি নির্ধারণের পর কর্পোরেট পর্দা তুলে নেওয়া হবে এবং একটির উপর অন্যটির নিয়ন্ত্রণ বিবেচনাযোগ্য হয়ে উঠবে। একটি যুক্তিসঙ্গত বাস্তবিক যুক্তি হওয়া উচিত যে প্রভাবশালী বস্তুর দ্বারা 'সরাসরি নিয়ন্ত্রণ' প্রয়োগ করা হবে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সালুজার মামলায় (উপরে) 'অনুচ্ছেদ 65' তে প্রাসঙ্গিক কারণগুলি বর্ণনা করেছেন, যদিও বলেছেন যে তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলি হবে প্রভাবশালী বস্তুর ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এবং পদ্ধতি, একটি পৃথক আইনি সত্তা হিসাবে এর অবস্থান,

প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, উপস্থিতি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, জরিমানা আরোপ, সুপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তহবিলের উৎস এবং আরও অনেক কিছুর মতো নিয়মিত বিষয়গুলিতে ব্যবস্থাপনা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বিচার করার জন্য অবিচ্ছিন্ন মোট চাকরির সময়কাল, ছুটির নীতি, বেতন নীতিও নির্ধারক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

২৬. আপিলকারীর মামলাটি 'কোনও প্রমাণের প্রাপ্যতা নেই'-এর ভিত্তিতে নয় বরং প্রমাণের ভুল মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। বাস্তবে আপিলকারী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিদ্ধান্তের চেয়ে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। মাননীয় একক বিচারকের রায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি বিষয়ই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে মাননীয় একক বিচারক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তথ্য অনুসন্ধানকারী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ন্যায্য ও যথাযথ নীতির উপর আলোকপাত করেছেন। অতএব, তথ্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত...কোনও অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ দ্বারা অস্থির বলে প্রমাণিত হয়নি।

২৭. এই আপিলের ক্ষেত্রে যেসব নথির উপর নির্ভর করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এই আদালত সতর্ক রয়েছে। এই আদালত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং এই আপিলের বিরোধিতা করা মাননীয় একক বিচারকের রায় সম্পর্কেও নিজেকে পরিচিত করেছে। তবে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রাপ্ত এবং মাননীয় একক বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এই মামলার বাস্তব প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করে, এই আদালত যেভাবে বিবেচনা করা হয়েছে তাতে কোনও 'অনুচিত বা ত্রুটি' খুঁজে পায় না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায়, রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই এর ফলে পুনর্বিবেচনা বা নতুন করে রায় দেওয়ার কোনও প্রয়োজন হবে না।

আপিলকারীর ক্ষেত্রে এটি এমন নয় যে তাকে শুনানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে অথবা তথ্য-অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ আইন দ্বারা প্রদত্ত শর্তের অধীনস্থ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা বা এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে। এটি আপিলকারীর ক্ষেত্রেও নয় যে তথ্য-অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বা কোনওভাবেই বিকৃত। তাই, এই ধরনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২৮.আমরা ইতিমধ্যে ডব্লিউ. এন-তে শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে আলোচনা করেছে। গঙ্গরাজের (উপরে) মামলা এবং আরও প্রচুর সংখ্যক মামলা রয়েছে, যা একইভাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব ট্রাইবুনেলের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি মাননীয় একক বিচারকের যুক্তিসঙ্গততার সাথে এবং রেকর্ডে থাকা উপাদান এবং প্রমাণের যথাযথ বিবেচনার সাথে এবং নিষ্পত্তি হওয়া আইনের সাথে সম্পূর্ণ শত্রুতা না পাওয়ায়, এই আদালত কোনওভাবেই বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ত্রুটি খুঁজে পায়নি। এটি এই আদালতকে খুঁজে বের করতে প্ররোচিত করে যে বর্তমান আপিল ব্যর্থ হওয়া উচিত।

২৯. উপরে উল্লিখিত বিচার বিভাগীয় রায়গুলির অনুপাত অনুসরণ করে, এই আদালত এই রায় দিতে বাধ্য যে কোনও যোগ্যতা ছাড়াই, এই আপিলটি ব্যর্থ হওয়া উচিত।

৩০. ২০২৩ এর এমএটি ৯৮৯ এবং ২০২৩ এর সিএএন ১ বাতিল করা হয়েছে। ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ নং ১০৬৩৭ তারিখ ২৭.৩.২০২৩-এ মাননীয় একক বিচারকের রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না। এই আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

৩১. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আমি একমত,

(বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়) **(বিচারপতি ভি. এম. ভেলুমানি)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal